প্রথম আলো

তারিখ 31 JAN 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

জগন্নাথের সম্মান শ্রেণার ভর্তি পরীক্ষা নেবে বুয়েট

দেশে প্রথম নজির : উদ্দেশ্য স্বচ্ছতা

শতদল সরকার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। বুয়েটের একটি ইনস্টিটিউট ব্যুরো অব রিসার্চ অ্যান্ড টেস্টিং কনসালটেন্সি (বিআরটিসি) ভর্তি পরীক্ষার পুরো বিষয়টি পরিচালনা করবে। জগন্নাথের ভর্তি পরীক্ষায় স্বচ্ছতা এবং মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

এক প্রতিষ্ঠানের ভর্তি পরীক্ষা অন্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নেওয়ার নজির দেশে এটাই প্রথম। বিআরটিসি জানিয়েছে, ভর্তি পরীক্ষায় স্বচ্ছতার বিষয়টি নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে, যাতে প্রকৃত মেধাবীরা মেধা তালিকার ভিত্তিতে ভর্তি হতে পারেন। এ প্রক্রিয়ার আওতায় ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি অনুষদের ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিক্রি শুরু হয়েছে। আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি ফরম বিক্রি শেষ হবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কমিটি সূত্রে জানা গেছে, ভর্তি পরীক্ষা শুরু হবে ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে। ২৬ ফেব্রুয়ারি সামাজিক বিজ্ঞান ও কলা অনুষদ (খ ইউনিট) এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান অনুষদের (ক ইউনিট) ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বাণিজ্য অনুষদের (গ ইউনিট) পরীক্ষার তারিখ পরে জানানো হবে। এ ছাড়া ঘ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা হবে ১ মার্চ।

বিআরটিসি সূত্র জানিয়েছে, বুয়েটে যে পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়, সেভাবেই এখানে পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রশ্নপত্রের চারটি সেট থাকবে। কোন্ সেটটি চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য নির্ধারণ করা হবে তা নির্ধারণ করবে বিআরটিসি। ভর্তি পরীক্ষায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অংশগ্রহণ থাকবে না।

বুয়েটের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. আবু সিদ্দিক প্রথম আলোকে বলেন, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এবং মেধা তালিকা প্রকাশ—সব বিষয় বিআরটিসি নিয়ন্ত্রণ করবে। এমনকি ভর্তি পরীক্ষা সকাল ১০টায় শুরু হলে প্রশ্নপত্রও বুয়েটের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় থেকে সকালে পাঠানো হবে। পরীক্ষা গ্রহণ শেষে বিআরটিসির মাধ্যমে সম্পূর্ণ কম্পিউটারে এমসিকিউ প্রশ্নপত্রের ক্রমমানের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রস্তুত করা হবে। পরে মেধা তালিকাটি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, ভর্তি পরীক্ষা পরিচালনার জন্য জগন্নাথের সঙ্গে বিআরটিসির চুক্তি হয়েছে। সেখানে ফরমপ্রতি বিআরটিসির পাওনা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, প্রথম বর্ষ স্নাতকে ভর্তির জন্য এবার প্রতিটি ভর্তি ফরমের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০০ টাকা। এর মধ্যে বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ পাবে ১২৫ টাকা। এই ১২৫ টাকার মধ্যে সরকারের খাতে জমা হবে সাড়ে ৫ টাকা এবং বুয়েট পাবে ২৫ টাকা। বিআরটিসির ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য খরচ হবে ১০ থেকে ১৫ টাকা। তবে এ খরচ একটু বাড়তে পারে। এ ছাড়া অন্যান্য খরচ ধরা হয়েছে ১৫ টাকা।

জানা গেছে, গতকাল পর্যন্ত চারটি অনুষদে মোট ১৯ হাজার ৪১৭ জন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষার ফরম কিনেছেন।

এদিকে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী একাডেমিক কাউন্সিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে দিয়েছে। মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় যেসব শিক্ষার্থীর মোট জিপিএ-৬ রয়েছে, তারাই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা কমিটির সদস্য পদার্থবিদ্যার সহকারী অধ্যাপক নূরুল আলম প্রথম আলোকে জানান, এই যোগ্যতার ভিত্তিতেই শুধু নয়, মুক্তিযোদ্ধা, আদিবাসী এবং পোষ্য কোটার ক্ষেত্রেও যোগ্যতা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সেখানে নিয়ম অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষার ১২০ নম্বরের মধ্যে শুধু ৪৮ নম্বর পেলে তিনি ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বলে ধরা হবে। তবে তিনি ৪৮ নম্বরের কম পেলে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

বিআরটিসির মাধ্যমে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে একটি পরিচ্ছন্ন সুন্দর পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী দায়িত্ব পালনরত প্রকল্প পরিচালক ও ভর্তি পরীক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ফরিদা রহমান।